যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৬৬২

১/ বিবিধ

আরবী

صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، القدرية والمرجئة. قلت يا رسول الله: ما المرجئة؟ قال: قوم يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل. قلت: ما القدرية؟ قال: الذين يقولون المشيئة إلينا
موضوع بهذا التمام

رواه الخطيب في " المتشابه في الرسم " (1 / 144) عن الحسن بن سعيد المطوعي: أخبرنا عبدان العسكري حدثنا الحسن بن علي بن بحر أخبرنا إسماعيل بن داود الجزري: أخبرنا أبو عمران الموصلي عن أنس مرفوعا
قلت: وهذا إسناد موضوع، أبو عمران اسمه سعيد بن ميسرة، قال البخاري: منكر الحديث ". وقال ابن حبان (1 / 313) : " يقال إنه لم ير أنسا. وكان يروي عنه الموضوعات التي لا تشبه أحاديثه، كأنه كان يروي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع القصاص يذكرونه في القصص ". وقال الحاكم: " روى عن أنس موضوعات ". وكذبه يحيى القطان. وبقية الرواة لم أعرف منهم غير عبدان
والحديث أورد السيوطي شطره الأول في " الجامع " دون قوله: " قلت: يا رسول الله.... ". وعزاه لأبي نعيم في " الحلية " عن أنس، والطبراني في " الأوسط " عن واثلة وعن جابر، وهو في " الحلية " (9 / 254) من طريق عبد الحكم بن ميسرة: حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس مرفوعا. وهذا سند ضعيف: عبد الحكم هذا ضعفه الدارقطني فقال: " يحدث بما لا يتابع عليه ". وذكره النسائي في " كتاب الضعفاء "

كما في " اللسان ". ولم أره في " ضعفاء النسائي " المطبوع في الهند. والله أعلم. وفي حديث واثلة عند الطبراني محمد بن محصن
وهو متهم: وفي حديث جابر عنده بحر بن كنيز السقاء، وهو متروك انظر " المجمع " (206 / 7)

বাংলা

৬৬২। আমার উম্মাতের দুই ধরনের মানুষকে আমার শাফায়াত সম্পৃক্ত করবে না। তারা হলো কাদরিয়াহ এবং মুরজিয়াহ সম্প্রদায়। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল মুরযিয়াহ কারা? তিনি বললেনঃ তারা এমন এক জাতি যারা মনে করে যে, আমলহীন কথাকে ঈমান বলা হয়। আমি বললামঃ কাদরিয়াহ কারা? তিনি বললেনঃ যারা বলে যে, আমাদের ইচ্ছাই হচ্ছে সব কিছু।

হাদীছটি এভাবে জাল।

এটি আল-খাতীব "আল-মুতাশাবিহ ফির রাসমি" (১/১৪৪) গ্রন্থে আল-হাসান ইবনু সাঈদ সূত্রে আব্দান আল-আসকারী হতে তিনি আল-হাসান ইবনু আলী ইবনে আল-মুসেলী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি বানোয়াট। আবু ইমরানের নাম হচ্ছে সাঈদ ইবনু মায়সারাহ। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। ইবনু হিব্বান (১/৩১৩) বলেনঃ বলা হয়ে থাকে তিনি আনাস (রাঃ)-কে দেখেননি। তিনি তার থেকে এমন ধরনের বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করতেন যেগুলো তার হাদীছের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তিনি আনাস (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এমন কিছু বর্ণনা করতেন যা কিসসা বর্ণনাকারীদের থেকে শুনা যেত, তারা তা কিসসার মধ্যে উল্লেখ করতেন।

হাকিম বলেনঃ তিনি আনাস (রাঃ) হতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাকে ইয়াহইয়া আল-কাত্তান মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। এ ছাড়া আব্দান ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারীদেরকে আমি চিনি না।

হাদীছটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনটিই সহীহ নয়।

আবূ নো'য়ায়ের সূত্রে আবদুল হাকাম ইবনু মায়সারা রয়েছেন- তাকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেনঃ তিনি এমন হাদীছ বর্ণনা করেছেন যার মুতাবা'য়াত করা যায় না। নাসাঈ তাকে "কিতাবুয যোয়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যেমনটি "আল-লিসান" গ্রন্থে এসেছে।

তাবারানীর সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু মিহসান রয়েছেন; তিনি মিথ্যার দোষে দোষী।

আরেকটি সূত্রে বাহর ইবনু কানীয, রয়েছেন। তিনি মাতরূক। দেখুন "আল-মাজমা" (৭/২০৬)।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71541

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন